Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 32
Website: https://tirj.org.in, Page No. 272 - 280
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, published on January 2024, Page No. 272 - 280
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

কুড়মি জনগোষ্ঠীর অন্যতম সংস্কৃতি ভগতা ঘুরা

সন্তোষ মাহাত
স্টেট অ্যাডেড কলেজ টিচার, ইতিহাস বিভাগ
কোটশিলা মহাবিদ্যালয়, পুরুলিয়া
Email ID: santoshmahato553@gmail.com

Received Date *11. 12. 2023*
Selection Date *12. 01. 2024*

Keyword
Falhar, Gajan, Bhagta ghura, Bhagta Funra, Ban, Danr, Kudmi, morap.

Abstract
My research paper is titled as 'Bhagta Ghura, one of the culture of Kudmi community'. This Bhagta Ghura culture is closely related to the people of Kudmi community. The various names by which this culture is known are discussed first. Then nomenclature is briefly discussed. Then the place and time period of this culture is discussed. The rules to be observed regarding this festival are also discussed. How long this Bhagat Ghura culture has been observed is also discussed. The naming of various days is also mentioned. Again, the Negachar or customs associated with this culture have been discussed in detail. For example, Falhar is mentioned as a ritual on the first day. That Falhar has been discussed. Similarly the customs of other days are discussed. Hopefully my research paper will be well considered by the readers. I sincerely apologize to everyone for any mistakes.

Discussion

ভূমিকা : কুড়মালি সংস্কৃতিতে ভগতা উৎসব চৈত্র মাসের শেষ দিন থেকে অর্থাৎ সংক্রান্তি থেকে শুরু হয়। রাঢ় দেশে সম্পূর্ণ বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন দিনে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। আদিহড় বুঢ়াবাবার জায়গায় এই উৎসব হয়। এই উৎসবটি সমগ্র রাঢ় ভূমিতে প্রচলিত একটি অত্যন্ত কঠোর এবং ভক্তিমূলক উৎসব। এই উৎসবে বুঢ়াবাবার কাছে করুণার আবেদন করা হয়। এই উৎসব একেক জায়গায় একেক নামে পরিচিত। মূলত, এই উৎসবটি বিবাহিত পুরুষ এবং মহিলা ছাড়াও অবিবাহিত যুবকরা উদযাপন করে। যে ব্যক্তি এটি করে তাকে 'ভগতা' বলা হয়। ভগতা পরব উদযাপনের দিন এবং মাস তাদের নিজ নিজ বাইসি স্তরে (এলাকায়) পূর্ব-নির্ধারিত থাকে। এরমধ্যে অনেক বিশেষ আচার রয়েছে। এজন্য ভক্তরা অনেক আচার-অনুষ্ঠান করে থাকেন। যেমন- পাট উঠা, গাজন, ভগতা ফুঁড়া, ভগতা ঘুরা ইত্যাদি। এতে ভগতা লোহার তৈরি সুই দিয়ে তার শরীরের অনেক অংশে ছিদ্র করে এবং উপরে চরকায় ঘুরে। ভগতা পরব

বুঢ়াবাবার প্রতি আনুগত্য এবং উৎসর্গের অনুভূতি দেখায়। এই ভগতা উৎসব হয় সমস্ত বাইসির (এলাকার) শুধুমাত্র 'মড়প-থানে (পূজাস্থল)। প্রায়শই একটি অঞ্চলে বা এই রাঢ়ভূমিতে হওয়া বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামকরণ হতে দেখা যায়।[১]

ভগতা শব্দ : 'ভগতা' ছাড়াও এই উৎসব 'চড়ক', 'চৈত', 'মাডা', 'মুলখি' ইত্যাদি অনেক নামে পরিচিত। 'ভগতা' শব্দের অনেক অর্থ আছে। প্রথম 'ভগতা' শব্দটি 'ভক্ত' শব্দ থেকে তৈরি হয়েছে বলে মনে হয়। হতে পারে যে এটি 'ভক্ত' থেকে গঠিত হতে পারে? কুড়মালীতে এর জন্য 'ভগত' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এই 'ভগত' শব্দ থেকেই 'ভগতা' সৃষ্টি হয়েছে।[২] অন্য মতে ভগতা শব্দটি কুড়মালি ভাষার শব্দ। ভগা শব্দের অর্থ লজ্জা নিবারনের জন্য এক প্রকার পরিধেয় বস্ত্র বা কপিন। যারা ভগা পরিধান করে তন্ত্র সাধনার নানাবিধ মুদ্রা এবং সিদ্ধিযোগ আচরন করে এবং বুঢ়া বাবার মন্ডপে অবস্থান করে থাকে তাদেরকর ভগতা বলা হয়।[৩] এই পরবে মনোরঞ্জনের জন্য নানারকম অনুষ্ঠান হয়।[৪]

কুঢ়া পরব, চড়ক পরব, ছো পরব : চৈত্র-সংক্রান্তি থেকে গাজন শুরু হয় বলে মানভূমের মানুষজন একে চৈত পরব বলে। তাছাড়া 'ভগতা-পরব', 'কুঢ়া/কুঁড়হা পরব', 'চড়ক-পরব', 'ছো-পরব' জনমানসে ব্যবহৃত হয়। চৈত্র মাসের শেষ দিনে হয় বলে যেমন চৈত-পরব[৫]। ঢাকে খাড়ি - চৈত্র মাসের (৩০ দিনে মাস হলে) ১৬ দিন থেকে প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় মড়পে ঢাক বাজাতে হয়।[৬] চৈত-পরবের অন্যতম আকর্ষণ হল 'কুঁড়হা' (গম, যব, ভুট্টা বা মুড়ির ছাতু) খাওয়া তাই 'কুঁড়হা পরব'। ছো নাচের উৎপত্তির মূলে এই গাজন। ছো-নাচের যে আঙ্গিক তা গাজনের সঙ সেজে কাপ ঝাঁপ, বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি, দৈহিক কসরত্ এ সবের মধ্যেই নিহিত।[৭] মানভূমের জনমানসে 'বুড়হাবাবা' যিনি কৃষিকাজের আদি গুরু-কে সন্তুষ্ট করতে পারলেই শস্যোৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ গোলা ভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু, পুকুর ভরা মাছ-ঘরে ঘরে সমৃদ্ধির বান এই সরল বিশ্বাস থেকেই সঙ্গ, কাপ-ঝাপ দৈহিক কসরত্ ইত্যাদির পথ বেয়ে ছো-নাচের উদ্ভব সে জন্য গাজনের অন্য নাম 'ছো-পরব'ও। এই পূজা উপলক্ষে গাজন বসেছে ছো-নাচের আসর বসেনি এ দৃশ্য ভাবাই যায় না। গাজন ও ছো নাচ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।[৮]

এটি চড়ক/চড়প উৎসব নামেও পরিচিত। 'চড়ক'/চড়প শব্দের আভিধানিক অর্থ হল চারটি কাঠের খুঁটির উপরে বসার জায়গা। গ্রামে এই চড়কে অনেক ধরনের গৃহস্থালির জিনিসপত্র রাখা হয়, একে 'মাচান'ও বলা হয়। ভগতা উৎসবের সঙ্গে এই চড়কটির যোগসূত্রের কারণেই এর নামকরণ হয়েছে 'চড়ক', কারণ ভগতা উৎসবে ভগতাকে দোলানোর জন্য চড়কের মতো চারটি লম্বা খুঁটির উপর বসে ভগতাকে বাঁধার কাজ করা হয়। সম্ভবত এই কারণেই ভগতা উৎসবকে 'চড়ক' উৎসবও বলা হয়, সেই সাথে এই পরিভাষাটি কুড়মালি ভাষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।[৯] আবার বলা হয় কুড়মি জাতি আবহমান কাল থেকে, বর্তমান কালের বর্ষগননা মতে বৈশাখ মাসের প্রথম দিনটিতে কোনো কোনো এলাকাতে তেলে হলুদ কোনো কোনো এলাকাতে বুড়হা বাবার নারতা অনুষ্ঠান পালন করে এবং চৈত্র মাসের ষোড়শ দিবসে বুড়হা বাবার মড়পে (মণ্ডপে) ঢাকের বাজনা বাজিয়ে ধুমইল দেওয়ার মাধ্যমে জন্ম দিবস পালন করা হয়। স্বয়ং কৃষি অধিষ্ঠাতা দেবতার জন্ম জনিত কারণের অশৌচ সৃষ্ট অশুচিতা হেতু আগামী বৎসর বীজবপন করার উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত বীজের অঙ্কুর উদগম গুণ পরীক্ষা করার কল্পনা থেকেই চড়ক পূজার সৃষ্টি। চড়ক শব্দটি কুড়মালি ভাষার চড়কা শব্দ থেকে সৃষ্ট। চড়কা শব্দের বাংলা ভাষাতে অর্থ সাদা। বীজ যে রঙেরই হোক সকল বীজের অঙ্কুর হয় সাদা। চড়ক পূজার মাধ্যে কৃষিজীবি কুড়মি জাতি আগামী মরসুমে কৃষি কর্মের দ্বারা জীবিকা নির্বাহের জন্য শস্যদানা ধান চাষ করার জন্য সংরক্ষিত বীজ অঙ্কুর উদ্‌গম করা গুণে গুনসম্পন্ন আছে কিনা তা পরীক্ষা করে এবং বীজ শোধন করে।[১০] কুড়মালি ভাষায় বুঢ়াবাবার স্থানকে আজও 'মড়প-থান' বলা হয় এবং এই মড়প-থান প্রতিটি বাইসিতে (এলাকা) অবস্থিত। মড়া, মাড়া শব্দগুলো এই মড়প থেকেই তৈরি হয়েছে বলে মনে হয়। এর পাশাপাশি ভগতা উৎসবে 'মাড়া' নামের নিয়ম কৃষিকাজের আচারও করা হয়। এ কারণে হয়তো 'মাড়া' শব্দটি তৈরি হয়েছে। উপরে উল্লিখিত সমস্ত নামগুলি ভগতা পরবের কাজকর্মের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত।[১১] এরকম কুড়মিরা চৈত সংক্রান্তিতে যে পূজা করে জীবের সৃজনের জন্য সেগুলো হল পাহাড় পূজা, সিধ পূজা, বুড়হা বাবার পূজা।[১২]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 32
Website: https://tirj.org.in, Page No. 272 - 280
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ভগতা পরবের স্থান ও উদযাপনের সময়কাল : ভগতা পরব বাইসি (এলাকা) স্তরে সংঘটিত হয়। এই রাঢ়ভূমিতে প্রতিটি বাইসি স্তরে একটি বুঢ়া বাবার জায়গা পাওয়া যায়, এর নাম 'মড়প থান'। এই জায়গায় ভগতা উৎসবের সকল আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এই জায়গায় বুঢ়া বাবা ছাড়াও আরও অনেক উপাসনালয় রয়েছে যা ঐতিহ্য অনুসারে নির্ধারিত হয়।[১৩] বছরের বিভিন্ন বাইসিতে বিভিন্ন দিনে চৈত্র সংক্রান্তি থেকে জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তি পর্যন্ত সমগ্র রাঢ়ভূমি এলাকায় ভগতা পরব পালিত হয়। অর্থাৎ ভগতা পরব প্রতি বছর চৈত্র মাসের শেষ দিনে শুরু হয় এবং জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ দিনে শেষ হয়।[১৪] ছোটনাগপুর অঞ্চলে কুড়মি জনগোষ্ঠীর মানুষজনের সাথে অনান্য হিতমিতান/ হড়মিতান (বন্ধুত্ব) গোষ্ঠীর লোকজন ভগতা ঘুরা প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত পালন করে আসছে। এই পূজা পরব চার দিন ব্যাপি চলে। ফলহার, জাগরণ, ভগতা ঘুরা, তেল হলদ্যা এই চার দিনের নেগ-নেগাচার/রীতিনীতি ভিন্ন ভিন্ন কৃষক ও কৃষিকেন্দ্রিক 'হড়মিতান' (বন্ধুত্ব) মানুষ এই উৎসবে সকলে মেতে ওঠেন। লোকে বলে গাঁয়ের পরব। চৈত্র সংক্রান্তির দিন আরম্ভ হলেও প্রতি গ্রামে আলাদা আলাদা দিন ধরেও এই উৎসব পালন করেন। প্রতি গ্রামে বুঢ়াবাবার মড়প (মন্ডপ) আছে। প্রচন্ড গরমের দিনে উপবাস, ভগতাফুঁড়া (বান ফোড়া), ছো নাচ, কাপ-ঝাঁপ, ভগতাঘুরা ইত্যাদি কৃচ্ছ সাধনের মধ্যে চাষী নিজের শরীরকে বর্ষার দিনে চাষ করারজন্য কষ্টসহিষ্ণু এমনকি সবরকম বাধা সহ্য করার মত তৈরী করার ক্ষমতা অর্জন করেন। বিশ্বাস, কৃষি দেবতা সন্তুষ্ট হলে তার অনুগ্রহ লাভ করলে চাষ ভাল হবে। পরিবার পরিজন সুখে খেয়ে পরে হেসে খেলে বছর পার করতে পারবে। কোনরূপ অসুবিধা থাকবে না।[১৬]

উৎসবের নিয়ম-কানুন : এই উৎসব নারী-পুরুষ উভয়েই পালন করে। এই ক্ষেত্রে মহিলারা শুধুমাত্র বিবাহিত এবং পুরুষরা বিবাহিত এবং অবিবাহিত উভয়ই হতে পারে। চৈত্র মাসের পনেরো দিন পরই এই উৎসবের নিয়ম-কানুন সম্পন্ন হলেও শেষ তিন-চার দিন গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন দিনে উৎসব সংক্রান্ত আচার-অনুষ্ঠান ভিন্ন ভিন্ন হয়। এজন্য তারা এক সপ্তাহ আগে থেকেই ঘর পরিষ্কার করতে শুরু করে। যেমন বাড়ির ঘর ধোয়া, সমস্ত কাপড়-চোপড় ধোয়া ইত্যাদি নদীর পুকুরে 'খার (এক প্রকার কাপড় পরিষ্কার)' দিয়ে পরিস্কার করা। কুড়মালি সংস্কৃতিতে, এই 'খার (কাপড় কিছুক্ষন ভিজিয়ে রেখে পরিস্কার করা)' এবং 'গোবর লেপন' পরিষ্কারের সর্বোত্তম এবং বিশুদ্ধতম উপায় হিসাবে বিবেচিত হয়, তাই তাদের সমস্ত উৎসব এবং সামাজিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে তারা এই পদ্ধতিতে পরিষ্কার করে। উৎসব উপলক্ষে যথাক্রমে খার (একপ্রকার কাপড় পরিষ্কার) ও গোবর লেপন দেয় আর কাপড়ের ন্যাকড়া দিয়েও ঘরবাড়ি পরিষ্কার করা হয়।[১৭]

প্রথম দিন - ফলহার : নেগ - নেগাচার পালন/রীতিনীতি পালন :

১. নাপিতের কাছে নখ-চুল কেটে স্নান করে শুদ্ধ হয়ে ছোলা-গুড় ও আম সহযোগে ভক্ষণ করা;
২. দিনে একবার মাত্র অন্ন খাওয়া কিম্বা ফল খেয়ে থাকা।
৩. বুড়হা বাবার নামে হাতে সুতলি বাঁধা;
৪. হাতে বেতের লাঠি ও লোহা ধারণ করা;
৫. মাটির উপরে শয়ন।[১৮]

ভগতা উৎসবের প্রথম দিনটিকে বলা হয় 'ফলহার'। ফলাহার মানে শুধুমাত্র ফল খাওয়া। অর্থাৎ এই উৎসবের তিনদিন খাদ্য হিসেবে শুধু ফলেই খাওয়া হয়। এতে ভাত-রুটি, লবণ খাওয়া নিষিদ্ধ। এই দিনে উৎসব পালনকারী নারী-পুরুষেরা স্নান সেরে সব কাজ করেন। এতে প্রত্যক্ষরূপে মহিলারা ঘরে বসে 'ফলহার' করেন আর পুরুষেরা মড়প থানে 'ফলহার' করেন। এ জন্য পুরুষেরা তাদের বাড়ি থেকে সব ফল মড়প থানে নিয়ে যান। এই দিনে প্রথমে স্নান সেরে মহিলারা ছোলা পিষে ডাল তৈরি করে তারপরে জলে ফুলতে দেয়। ডাল ফুলে উঠলে এর ভোগ (প্রসাদ) তৈরি করা হয়। এতে ভেজানো ছোলার ডাল, খোসা ছাড়ানো কাঁচা আমের টুকরো, গুড় ইত্যাদি থাকে। এটি উঠানে অবস্থিত ভুতপিড়ায় (পূর্ব-পুরুষদের ভিটেতে অবস্থিত একধরনের স্থান বা থান) দেওয়া হয়। তারপর তা পরিবারের সকল সদস্যকে প্রসাদ হিসেবে বিতরণ করা হয়।[১৯] আর যে পুকুরে পুরুষ ভগতার উৎসবে প্রয়োজনীয় কাঠ রাখা হয়। সেই পুকুরে স্নানের পর তারা নতুন ধুতি, গামছা, গেঞ্জি ইত্যাদি পরিধান করে। এতে এই সমস্ত ভগতা সকালবেলা খাওয়া দাওয়া না করে ওই

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 32
Website: https://tirj.org.in, Page No. 272 - 280
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মড়পে জড়ো হয়। একই স্থানে নাপিত ডেকে নখ, চুল ও দাড়ি কামানো হয়। তারপর স্নান সেরে প্রথমে মড়প থানে নিজে পুজো করেন। তারপর মড়প থানে ছোলা ডাল, আম ও গুড়ের প্রসাদও দেওয়া হয়। এর পর আম খেয়ে এবং ফলহার করেন। একটি কাঠের 'পাট' রাখা হয়। এই দিনে এটি পরিষ্কার করা হয়। এই দিনে সমস্ত ভগতা ও বাড়ির মহিলারা কেবল ফল খেয়েই থাকে। এই ফলহার চলবে আগামী তিন দিন। যদিও বাড়ির অন্যান্য সদস্যরা সাধারণত নিরামিষ খাবার খান। ভগতা উৎসবের এই তিন দিন ওই বাইশিতে (এলাকা) অন্য কোনো পূজা করা হয় না এবং সব বাড়িতে নিরামিষ খাবার তৈরি করা হয়।[২০]

পাট উঠা এবং পূজা : পাট উঠা' করার নেগ বা রীতি নীতি ফলহারের দিন সকালে ভগতা ফলহার করার পর করা হয়। এ দিন মড়প থানে ঐতিহ্যগতভাবে রাখা 'পাট' পরিষ্কার করা হয়। তারপর সেই বাইসিতে (এলাকা) অবস্থিত কামারের বাড়িতে নিয়ে যান, যেখানে তিনি দুটি লোহার কাঁঠি পুঁতে দেয়। সবাই মিলে ঢাক আর পাটা বাজার সাথে যাই। এই পাট বহনের কাজটি বিশেষভাবে ভগতা দ্বারা করা হয়, একে বলা হয় 'পাট ভগতা'। এই ভগতা সবচেয়ে প্রাচীন এবং সবচেয়ে অভিজ্ঞ। তার নির্বাচন এবং উৎসব একই পরিবারের থেকে হয়।[২১] এই পাট কাঠ মানুষের আদলে তৈরী হয়। প্রতি বছর দুটি লোহার কাঁটি এতে নিক্ষেপ করা হয়, একে বলা হয় 'পাট উঠা'। আবার পুনরায় নিয়ে এসে ওই একই মড়প থানে রাখা হয়। এর পরে এটি পুকুরে নিয়ে যাওয়া হয় যেখান থেকে গাজনের দিনে সমস্ত ভগতারা স্নান করে। এখানে পৌঁছানোর পর সমস্ত ভগতার আনা বেত ধুয়ে বিছানার মতো একসাথে বিছিয়ে দেয়। তারপর সেই পাটটি ধুয়ে তার উপরে রাখা হয়। তারপর লাল সালু দিয়ে মুড়িয়ে ধূপ জ্বালিয়ে পূজা করা হয়, একে বলা হয় 'পাট পূজা'। এরপর পাট ভগতা পাটকে তুলে নিয়ে ঘোরানো হয় সংশ্লিষ্ট বাইসির (এলাকায়) সব গ্রামে। এই পাট উত্তোলনের সাথে সাথে সকল ভগতা পরবর্তী তিন দিন সর্বদা তাদের নিজ নিজ বেত তাদের হাতে রাখে।[২২] এই পাটকে গান-বাজনা সাথে গ্রাম থেকে গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়। কেউ কেউ এই পাটটি তাদের উঠানের ভুতপীড়া (পূর্ব-পুরুষের ভিটেতে অবস্থিত এক প্রকার স্থান) কাছে রাখে এবং ধূপ ধুনা দেয়। এই উপলক্ষে ভগতারা বিশেষ ধরনের নৃত্য পরিবেশন করেন। একে 'ডাহা' নাচের গান বলা হয়। এই পাট আবার সন্ধ্যায় সেই মড়পে রাখা হয়। এ ভাবেই শেষ হয় প্রথম দিনের কর্মসূচি। উৎসবের দ্বিতীয় দিনে কোথাও কোথাও এই পাট আবর্তন কর্মসূচি করা হয়।[২৩]

দ্বিতীয় দিন :

নেগ- নেগাচার পালন/রীতিনীতি পালন :

১. নিরম্বু উপবাস করে থাকা;
২. গলায় টগর ফুলের মালা ধারণ;
৩. সন্ধ্যায় পুকুরঘাটে যৌথ ভগতা স্নান;
৪. দন্ডি দিয়ে পুকুর ঘাট থেকে মড়প পর্যন্ত আসা;
৫. বুঢ়াবাবার উদ্দ্যেশে জাগর জ্বালা ও প্রণাম করা;
৬. ফুলঘরা/মশাল নিয়ে মড়প প্রদক্ষিণ করা;
৭. ফুল খেলা;
৮. ছো নাচ, নাটুয়া নাচ প্রভৃতি আচার নৃত্য সহযোগে রাত্রি জাগরণ;
৯. সকালের পূর্ব মুহূর্তে প্রণাম করে জাগর নিয়ে আপন আপন ঘর আসা, কোঠাঘরে জাগর রাখা।

যাঁরা দণ্ডি দিতে পারেন না, তাঁরা হাত জোড় করে মৌন মিছিল করে মড়পে আসেন। ভগতাদের পিছনে গ্রামের লোক ঢাকের বাজনা সহযোগে ভগতা নাচ করতে করতে মিছিল করে মড়পে আসেন।

অনেক ভগতা পরবর্তী বুড়হা বাবার কথা শুনে রাত্রি জাগরণ করেন। বুঢ়াবাবার প্রতীক বাড়ী বাড়ী 'পাট' ঘোরানো হয়।[২৪] এদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত উৎসব সংক্রান্ত নানা ধরনের আচার-অনুষ্ঠান রয়েছে। এদিন সকালে সকল ভগতারা গ্রামে গ্রামে ঘুরে নিজেদের জন্য গুলাইচা ফুল সংগ্রহ করে। এর মালা তৈরি করে তারা সন্ধ্যায় এবং উৎসবের তৃতীয় দিনে

এটি পরিধান করে। এছাড়াও, এই দিনে বিভিন্ন নেগ বা রীতিনীতি এবং পরব সম্পর্কিত আরও অনেক ধরণের নিয়ম-কানুন রয়েছে। যেমন - পাট পূজা, ডঁড় দিয়া, অর্ঘ দিয়া, চাঁউঅর ডালা, ঢাক শুদ্ধ করা, ভগতা খুঁটা আনা, গাজন ইত্যাদি নেগ করা হয়।[২৫]

ডঁড় দেওয়া নেগ : উৎসবের দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় ডঁড় (লম্বা শুয়ে প্রনাম করে যাওয়া) দেওয়ার নিয়ম রয়েছে। এই দিন সন্ধ্যায় সমস্ত ভগতা একসাথে পুকুরে পৌঁছায়। সঙ্গে পাট নিয়ে যায় তারা। সেখানে পৌঁছানোর পরে, সমস্ত ভগতারা তাদের বেতগুলি পুকুর ঘাটের উপরে সমতল জমিতে রেখে দেয়, যার উপরে সেই পাটটি রাখা হয়। তারপর সবাই স্নান সেরে এসে সেই পাটকে পুজো করে, তারপর সেই পাটটিকে 'পাট ভগতারা' নিয়ে সেই মড়প থানে আসে এবং বাকি ভগতারা তাদের বেত/লাঠি নিয়ে ডঁড় দিয়ে দিয়ে মড়প থানে আসে। ডঁড় দিতে শুরু করে 'জিয়ারি ভগতা'। জিয়ারি ভগতা ওই পুকুর ঘাট থেকে জিয়ারি থানের দিকে যান, ওই দিকে পাঁচবার ডঁড় দিয়ে ওই দিকেই যায়। আবার পুনরায় ওই জায়গা থেকে ডঁড় দিয়ে ফিরে সরাসরি মড়প থানে পৌঁছায়। এর পিছনে পিছনে বাকি সাধারণ ভগতা ডঁড় দিয়ে মড়প থানে আসে।[২৬] এই ডঁড় সব ধরনের ভগতা ও মহিলারা দিয়ে থাকেন। সবাই একই পুকুরে স্নান করে এবং ভেজা কাপড়ে ডঁড় দেয়। তারা ডঁড় দেওয়া শুরু করে পুকুর থেকে মড়প থান পর্যন্ত অর্থাৎ বুঢ়া বাবার কাছ পর্যন্ত। এখানে আসার পর তারা ডঁড় দিয়ে দিয়ে তিনবার বুঢ়াবাবার চারদিকে পাক খায়। অতঃপর, পাটটি যেখানে রাখা আছে সেখানে প্রণাম করে তারা ডঁড় দিয়ে নেগ বা রীতিনীতির অবসান ঘটায়। ডঁড় দেওয়ার সময় ডোম দিয়ে ঢাক, পাটা ও বাঁশির সুর বাজানো হয়। এতে যে যেমন মানসিক/মানত করে থাকে, সে সেই নিয়ম মেনে চলে। কেউ যদি 'জিভা/জিহ্বা বাণ' নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, সে জিভে বান নেয়। কেউ যদি 'সাহি বাণ' (জিহ্বা ছাড়া শরীরের অন্য অংশে বাণ নেওয়া)নেওয়ার মন স্থির করে, তবে সে সাহি বাণ নেয়। কেউ অর্ধেক পথ থেকে ডঁড় দেয় তো কেউ আবার বাঁধ ঘাট থেকে দেয়।[২৭]

বাণ নেওয়ার প্রথা : ভগতা উৎসবে বান নেওয়ার প্রচলন পাওয়া যায়। এই বান নেওয়া প্রধানত দুই প্রকার। প্রথম জিহ্বার বান, দ্বিতীয় সাহি বাণ। জিহ্বা বাণ'- যে ব্যক্তি তার জিহ্বা বাণ নেয়, তার মাথায় মুখোশের মতো একটি লোহার টুপি দেওয়া হয় এবং তার জিভ ছিদ্র করে মন্দিরের চারপাশে তিন বা পাঁচবার ঘোরানো হয়। তার জিভে ততক্ষণ ঘি লাগানো হয় যতক্ষণ কাঁটা ফুঁড়া থাকে। সাহি বাণ- এই বাণ জিহ্বা ছাড়া শরীরের অন্যান্য অংশে প্রযোজ্য। কেউ কেউ পিঠে, বুকে, পায়ে এই বাণ নিয়ে, নাচের মাধ্যমে মড়পের চারপাশে তিন/পাঁচবার ঘুরে।[২৮]

'চাঁউঅর ডালা' : সমস্ত ভগতা মড়প থানে জড়ো হয় এবং তারা সবাই বেত তুলে পাট ঘর থেকে বেরিয়ে আসে, যার দ্বারা একে অপরের বেত একে অপরের সাথে স্পর্শ করে চটপট ধ্বনি হয়; সমস্ত ভগতা এক সুরে বলে 'দেইয়া করি দেইয়া মাই হে! (দয়া করো মা দয়া করো) কথা বলতে বলতে ভগতা খুঁটার কাছে পৌঁছে এবং সেখানে একসাথে বসে। এই নেগকে বা রীতিনীতিকে বলা হয় 'চাঁউঅর ডালা'।

অর্ঘ প্রদান : এই উৎসবে 'অরগ' বা অর্ঘ নিবেদনের রীতি পাওয়া গেছে। সন্ধ্যার সময় ডঁড়, চাঁউঅর ডালা হওয়ার পর ওই খুঁটার কাছে যায়। এতে ওই জায়গায় জল ঢেলে দেওয়া হয়, একে বলা হয় 'অরগ'। এই অরগ পুরুষ এবং মহিলা উভয় দ্বারা দেওয়া হয়। 'জিয়ারি' ভগতা অর্ঘ দেওয়া শুরু করে। এরপর অন্যান্য ভগতা তা অনুসরণ করে। এরপরে, সন্ধ্যায়, ভগতা কিছু ফল, বেল/চিনি/গুড়ের শরবত, লবণ ছাড়া সিদ্ধ করা ছোলা, সুজি, পুরি ইত্যাদি খায়।[২৯]

ঢাক শুদ্ধ করা নেগ : এটি করা হয় উৎসবের দ্বিতীয় দিনে একই মড়প স্থানে খাওয়া-দাওয়া শেষে ও সন্ধ্যায় ডঁড় দেওয়ার পর ভগতা দ্বারা। এতে সমস্ত ভগতা তাদের জায়গা নিয়ে সেই মণ্ডপের চারপাশে পেটের উপর শুয়ে থাকে, একে বলা হয় 'পেট দাবড়ু দিয়া' (তল পেট করে করা)। এই অবস্থায় এই সমস্ত ভগতা কিছু সময়ের জন্য থাকে। ইতিমধ্যে, যার কাছে ভগতা উৎসব সম্পর্কিত জ্ঞান আছে, তিনি তা বাকি ভগতাদের জানান। এদিকে বাকি ভগতারা নীরবে শ্রবণ করে জ্ঞান

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 32
Website: https://tirj.org.in, Page No. 272 - 280
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অর্জন করে। এই উপলক্ষ্যে ডোম তার ঢাক বাজায় আড়াই কাঠির তালে, একে বলা হয় 'ঢাক শুদ্ধ করা' নেগ। এরপরেই জাগরণ ও ছৌ নৃত্য পরিবেশিত হয়।

গাজন : ‘গাজন’ ভগতা উৎসবের দ্বিতীয় দিনে অনুষ্ঠিত হওয়ার একটি অনুষ্ঠান। রাতে ডঁড় দেওয়ার পর সবাই নতুন শাড়ি ও ধুতি পরে। এই উপলক্ষে মহিলারা তাদের বাড়ি থেকে পুড়ি সুজি, কাঁচা বা সিদ্ধ করা ছোলা এনে মানুষের মধ্যে বিতরণ করেন। ভগতা বেল, গুড় ইত্যাদির শরবত পান করে এবং পুড়ি, সুজি খায়। এরপর সারা রাত জাগরণ হয়। এ কারণে এই দিনটি 'গাজন' নামে পরিচিত। এই জাগরণে ছৌ নৃত্য হয়।[৩০]

ভগতা খুঁটা আনা : গাজনের রাতে ভগতা খুঁটা আনা ও পোঁতার কাজ করা হয়। এতে ব্যবহৃত সমস্ত খুঁটাকে বলা হয় 'ভগতা খুঁটা'। গাজনের রাতে পুকুর থেকে আনা হয়, যেখানে এসব কাঠ রাখা হয়। সমস্ত ভগতারা একসাথে এই সমস্ত কাঠ তাদের কাঁধে নিয়ে আসে। আনা এবং ভাসানোর মাঝখানে কোথাও এটি কাঁধ থেকে সরানো হয় না। কিংবা একে অপরের পায়ে ধাক্কা খায় না। বর্তমানে এসব কাঠ ট্রাক্টরে বোঝাই করে কোথাও কোথাও আনা হয়।ভগতা ঘুরায় ব্যবহৃত সমস্ত প্রকার কাঠের খুঁটা শাল কাঠের তৈরি হয়। এই সব খুঁটা পুকুরে সারা বছরেই জলের নিচে থাকে। সেখান থেকে ভগতা ঘুরার আগে অর্থাৎ গাজনের দিনে সন্ধ্যায় নিয়ে আসেন। আবার ভগতা ঘুরার শেষে এরপর ঐতিহ্যগত ভাবে একই পুকুরে রাতে রাখা হয়। এইসবে একটি বিশেষ ধরনের খুঁটা রয়েছে।[৩১]

ভগতা খুঁটা গাড়া/পোঁতা : গাজন রাতে ভগতা খুঁটা গাড়ার কাজ করা হয়। গাজনের রাতে একদিকে গাজনের প্রস্তুতি, অন্যদিকে খুঁটা আনা ও গাড়ার কাজও চলে। এতে প্রধানত পাঁচ খুঁটা গাড়া হয়। যায় মধ্যে একটি মোটা খুঁটা ঘুর্নন স্থলের মাঝামাঝি গাড়া হয়। এটি সবচেয়ে মোটা এবং সবচেয়ে বিশিষ্ট খুঁটা। এই খুটির ওপরে তেল ঢালার মতো মাঝখানে আরেকটা কাঠ আটকে রাখা হয়। এই কাঠকে মূল খুঁটির পরিধির চারপাশে ঘোরানো হয়। এর থেকে কিছু দূরত্বে আরও চারদিকে খুঁটা পুঁতে রাখা হয়, যার উপর মাচান তৈরি করা হয়। তার উপরে বসার জন্য একটি খাটিয়া রাখা হয়। তিন-চার জনের সংখ্যায় অন্য ভগতারা তার উপর বসেন, যারা ভগতাকে সেই কাঠের সাথে বাঁধার কাজ করে। এতে উপরের কাঠের এক প্রান্তে ভগতাকে বেঁধে তারপর অন্য প্রান্ত বরহী (মোটা দড়ি) দিয়ে বেঁধে নীচের মাটির উপরিভাগে ভারসাম্য বজায় রাখা হয়। সেই দড়িতে দুটি পাতলা কাঠ বেঁধে দেওয়া হয়, যার উপর ভারসাম্য রেখে উপরের ভগতাটি ঘোরানো হয়। এতে ব্যবহৃত খুঁটার বিভিন্ন নামকরণ করা হয়। এতে প্রয়োগ হওয়া বিভিন্ন খুঁটার ভিন্ন নামকরণ করা হয়। এই সব খুঁটা একটি বিশেষ পদ্ধতিতে গাড়া ও বেঁধে রাখা হয়। এছাড়াও, সেই মাচানটিতে ওঠার জন্য একটি সিঁড়ি তৈরি করা হয়।[৩২]

তৃতীয় দিন : নেগ-নেগাচার পালন বা রীতিনীতি পালন :

১. কোন বিশেষ নির্ধারিত পুকুরে স্নান করার পর ভগতা পিঠে, বাঁহিতে/বাহুতে, জিভে বাণ ফুড়েন;
২. ঢাক-সানাই বাদ্য সহযোগে ভগতানাচ করেন;
৩. কাপ-ঝাপ সেজে লোক হাসাতে হাসাতে ভগতা নাচে সামিল হন,
ভগতা নাচ করতে করতে আড়বেলা (বিকাল বেলা) নাগাদ মড়পে পৌঁছান। জোর মেলা বসে।[৩৩]
উৎসবের তৃতীয় দিনে উৎসব সংক্রান্ত নানা ধরনের নেগ বা রীতি নীতি পালন করা হয়। যার মধ্যে ভগতা ফুঁড়া, ভগতা ঘুরা প্রভৃতি বিশিষ্ট।

ভগতা ফুঁড়া এবং ভগতা-ঘুরা : উৎসবের তৃতীয় দিন সকাল থেকেই শুরু হয় ভগতা ঘুরা। ভগতা ঘূরা মানে ভগতাকে কাঠের খুঁটাতে বেঁধে উপরের দিকে ঘোরানো হয়। ভগতা ঘোরার জন্য সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়ার পর, নতুন ধুতি, পাগড়ি ইত্যাদি পরা ভগতারা একে একে এক জায়গায় আসে এবং সেই চরকায় একের পর এক ঘুরে। এই স্থানটি মড়প থানের কাছে হয় এইটি বসবাসকারী পূর্বপুরুষ দ্বারা নির্ধারিত। ভগতার শরীরে লোহার সুয়া (সূচ) দিয়ে ছিদ্র করা হয়। তার উপর

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 32
Website: https://tirj.org.in, Page No. 272 - 280
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

হুক দিয়ে একটি দড়ি বাঁধা হয়। এই হুক অর্থাৎ ছিদ্রটি শরীরের উভয় পায়ে, পিঠের উভয় পাশে, বুকের উভয় পাশে তৈরি করা হয়। ভগতার দেহ ছিদ্র করার কাজটি সেই বাইসির একজন কামার (লোহার জাতি) করে, যা আগেই ঠিক করা থাকে। এই ছিদ্র খুব প্রযুক্তিগতভাবে এবং সাবধানে করা হয়. এর আগে, ভগতাকে একটি বিশেষ ধরণের আচারের সাথে নাচের ব্যবস্থা করা হয়, যেখানে বীর রসের গান গাওয়া হয়, ঢাক-পাটা বাজানোর সাথে সাথে ভগতাদের মনোবল বৃদ্ধি করা হয়। এর পরে তার পিঠে একটি
ছিদ্র করা হয়। ছিদ্র করার সময় একটি বিশেষ ধরনের গান গাওয়া হয়, যা নিম্নরূপ :

দেইয়া করি দেইয়া মাই হ্যায়,
তর বিনু কেউ নাই হ্যায়।
(দয়া করো মা দয়া করো মা
তুমি ছাড়া কেউ নেই)।[৩৪]

এরপর আবার নাচতে নাচতে ঘোরানোর জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর সে ঘোরানোর জন্য সেই মাচানটার উপর আরোহণ করে। সেই ঘোরানো কাঠের উপর বিশেষ পদ্ধতিতে বাঁধা হয়। তারপর অন্য প্রান্ত থেকে ঘোরানো হয়। আড়াই পাক ঘোরানোর পরে নামানো হয়। তারপর তাকে সিঁড়ি থেকে নামিয়ে নাচতে নাচতে সেখানে নিয়ে আসা হয় যেখানে সুচ বের করা হয়। এতে প্রথমে 'জিয়ারি ভগতা' আবর্তিত হয়। এর পর একের পর এক বাকি সাধারণ ভগতাদের ঘোরানো হয়। সেই মাচানের উপর বসা লোকেরা খুবই অভিজ্ঞ। তারা বর্তমান বা অতীতের ভগতা হয়ে থাকে। ভগতা যখন মূল খুঁটির চারপাশে ঘুরে তখন উপবাসী মহিলা একটি পাত্রে জল নিয়ে একটি আমের পাতা দিয়ে খুঁটির কাছে অল্প অল্প করে জল ছিটিয়ে দেয়। এই প্রক্রিয়া শেষ অবধি সারাদিন ধরে চলে এবং জল ছিটতে থাকে। এটি করার মাধ্যমে, বিশ্বাস করা হয় যে এটির উপর যে ঘুরছে তার জলের তৃষ্ণা লাগে না এবং তিনি সজীব থাকতে পারেন, কারণ ভগতা উৎসবের সময় খুব গরম থাকে। এভাবে ভগতা ঘুরার মধ্য দিয়ে শেষ হয় তৃতীয় দিনের কর্মসূচি।[৩৫]

চতুর্থ দিন : নেগ-নেগাচার পালন/রীতিনীতি পালন :

তেলহলদ্যার দিন -

১. ভগতার হাতের সুতলি খোলা;
২. ভগতার তেল-হলুদ মেখে পুকুরে স্নান;
৩. কাপ-ঝাপের প্রতিযোগিতা;
৪. সন্ধ্যায় লোকনাটক মাছানী পালা;
৫. রাত্রিতে নাটুয়া-নাচনী নাচ প্রভৃতি।

ফল- সহ্য শক্তি বাড়ে, চাষের কঠোর পরিশ্রম কাবু করতে পারে না। কৃতজ্ঞ হওয়া। সামাজিক মেলবন্ধন বাড়ে ও দৃঢ় হয়।[৩৬]

ভগতা উৎসবের বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য : ভগতা পর্বের সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, ও বৈজ্ঞানিক দিক রয়েছে। সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই উৎসব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সমাজে প্রচলিত ছৌ নাচ এই ভগতা উৎসবের গাজনের দিন থেকেই শুরু হয়। এই উৎসবে ঢাকের আওয়াজ আড়াই কাঠির হয়। এটি একটি বিশেষ ধরনের সুর যা শুধুমাত্র এই উপলক্ষেই বাজানো হয়।

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে কুড়মালি সংস্কৃতিতে যে কোনো নতুন ফসলের আগমনে আদিদেব অর্থাৎ বুঢ়াবাবাকে প্রথমে অর্পণের পর তা ভক্ষণ করাই তাদের ধর্ম বলে মনে করা হয়। এই কারণে, গ্রীষ্মকালে যে ফলগুলি হয় যেমন ছোলা, আম, শসা, কাঁকড় ইত্যাদি সেই মড়প থানে বুঢ়াবাবাকে নিবেদন করা হয়।[৩৭]

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে লোহার সুই দিয়ে পিঠ, বুক, হাত ও পায়ের ত্বকে ছিদ্র করে ঘোরানো হয়। তা সত্ত্বেও, এটি সেপটিক (titnus) সৃষ্টি করে না কারণ এই লোহাকে একটি বিশেষ চুল্লিতে গলিয়ে তৈরি করা হয়। এতে

মরিচারোধী উপাদান প্রলেপ দেওয়া হয়। ছিদ্র করার সাথে সাথেই সিঁদুর লাগানো হয়। সিঁদুর এক ধরনের অ্যান্টিসেপটিক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এতে করে ভগতার কোনো প্রকার সেপ্টিকে হয় না এবং ভগতা নিঃসংকোচে তার শরীরে কাঁটা ফুঁড়ে। তাই ভগতা উৎসব অনেক দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ।

এই ভাবে এই সংস্কৃতির লোকেরা প্রধানত উপবাসের উপর ভিত্তি করে ভগতা, মনসা, করম, জিতিয়া ইত্যাদি উৎসব পালন করে। এটি তাদের জনজীবনে অনেক দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ। তাদের জীবনযাপনের শৈলী, জ্ঞান-দর্শন, শিল্প-বিজ্ঞান এসব উৎসবের অন্তর্ভুক্ত। এসব ব্রত ভিত্তিক উৎসব পালনের মাধ্যমে মানুষ শুধু আত্মবিশ্বাস, দৃঢ় সংকল্প, আত্মবিশ্বাসের সাথে যে কোনো কাজ করার শক্তি পায় তা শুধু নয়, তাদের মধ্যে একটি অন্তর থেকে সৎ আদর্শও তৈরি হয়। পৃথিবীর মানব সভ্যতার জন্য এটাই সর্বোত্তম ও সর্বোত্তম নীতি, যা প্রাচীনকাল থেকে কুড়মালী সংস্কৃতিতে ঐতিহ্য হিসেবে গৃহীত আসছে।[৩৮]

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে ভগতাঘুরা হল কুড়মি জনগোষ্ঠীর মানুষদের কাছ অন্যতম সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতি আলোচনায় ভগতা ঘুরার বিভিন্ন দিকগুলো আলোচনার নিমিত্তে অবশ্যই বলা যায় এই সংস্কৃতির সাথে কুড়মি জনগোষ্ঠীর মানুষজন ওতপ্রোত ভাবে জড়িত তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। সবদিক বিবেচনা করে একথা অবশ্যই বলা যায় যে ভগতা ঘুরা একটি অন্যতম সংস্কৃতি।

Reference:

১. Keduar, N.C, *Sarna Aur Kudmali Parb- Tayohar*, Ranchi: Shivangan Publication, 2020, p. 191

২. Ibid., pp. 191-192

৩. বঁসরিআর, সিরিপদঅ, *কুড়মালি সংস্কৃতি ও তন্ত্র ধর্ম*, পুরুলিয়া, মুলকি কুড়মালি ভাখি বাইসি, ২০২১, পৃ. ১৯

৪. Mutruari, Lakshikanta, *Janajati Parichiti*, Jamshedpur: Jharkhand Adivasi Kudmi Samaj, 2000, P. 64

৫. মাহাত, ক্ষীরোদ চন্দ্র, *মানভূম সংস্কৃতি*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ২৬

৬. মাহাত, শম্ভুনাথ ও মাহাত, শক্তিপদ, *কুড়মালি চারি*, পুরুলিয়া, ওয়েস্ট বেঙ্গল কুড়মালি একাডেমী পাবলিকেশন, ২০২১, পৃ. ১৯

৭. মাহাত, ক্ষীরোদ চন্দ্র, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ২৬

৮. তদেব., পৃ. ২৬

৯. Keduar, N.C., Ranchi: 2020, op.cit. p. 192

১০. বঁসরিআর, সিরিপদঅ, পুরুলিয়া, ২০২১, পৃ. ১৯

১১. Keduar, N.C., Ranchi: 2020, op.cit. pp. 191-192

১২. মাহাত, শম্ভুনাথ, *কুড়মালি চারিক খদিনদি*, পুরুলিয়া: ওয়েস্ট বেঙ্গল কুড়মালি একাডেমী পাবলিকেশন, ২০২১, পৃ. ১৬

১৩. Keduar, N.C., Ranchi: 2020, op.cit. p. 193

১৪. Keduar, N.C., Ranchi: 2020, op.cit. p. 193

১৫. সাক্ষাৎকার: প্রদীপ কুমার মাহাত, জয়পুর, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ ২৫/১১/২০২৩

১৬. মাহাত কিরীটি, মাহাত বিশ্বনাথ, *কুড়মালি ভাষা ও সংস্কৃতি (সম্পাদিত)*, পুরুলিয়া: মুলকি কুড়মালি ভাখি বাইসি পাবলিকেশন, ২০২১, পৃ. ১০০

১৭. Keduar, N.C., Ranchi: 2020, op.cit. p. 194

১৮. মাহাত, সৃষ্টিধর, *কুড়মালি নেগ- নীতি -নেগাচার*, পুরুলিয়া: মানভূম দলিত সাহিত্য প্রকাশনী, ২০২১, পৃ. ১৫৫

২০. Keduar, N.C., Ranchi: 2020, op.cit. p. 195

২১. Ibid, pp. 195-196
২২. Ibid, p. 196
২৩. Ibid, p.197
২৪. মাহাত, সৃষ্টিধর, পুরুলিয়া, ২০২১, পৃ. ১৫৫-১৫৬
২৫. Keduar, N.C., Ranchi: 2020, op.cit. p. 196
২৬. Ibid., p. 197
২৭. Ibid., p. 197
২৮. Ibid., p. 197
২৯. Ibid., p. 198
৩০. Ibid., p. 198
৩১. Ibid., p. 199
৩২. Ibid., pp. 199-200
৩৩. মাহাত, সৃষ্টিধর, পুরুলিয়া, ২০২১, পৃ. ১৫৬
৩৪. Keduar, N.C., Ranchi: 2020, op.cit. p. 200
৩৫. Ibid., p. 200-201
৩৬. মাহাত, সৃষ্টিধর, পুরুলিয়া, ২০২১, পৃ. ১৫৬
৩৭. Keduar, N.C., Ranchi: 2020, op. cit. pp. 200-203
৩৮. Ibid, p. 203